ভাষা, ভাষা-বিজ্ঞান

দ্বিতীয় অর্ধবর্ষ

বাংলা বিভাগ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়

- মনের ভাব প্রকাশ করার প্রধান মাধ্যম হল ভাষা। ভাব বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ করা যায়।
- যেমন: ইশারায়, ছবি এঁকে, অঙ্গাভঙ্গির মাধ্যমে। কণ্ঠধ্বনির সাহায্যে মানুষ যত বেশি মনের ভাব প্রকাশ করে অন্য কোনো ভাবে তা পারে না। আর এর প্রধান কারণ অন্যরা কণ্ঠধ্বনি সহজেই বুঝতে পারে।
- কণ্ঠধ্বনি বলতে মুখগহ্বর, কণ্ঠ, নাক ইত্যাদির সহায্যে উচ্চারিত বোধগম্য ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টিকে বোঝায়। এই ধ্বনিই হল ভাষার মূল উপাদান। ধ্বনি সৃষ্টি হয় বাগ্‌যন্ত্রের মাধ্যমে।
- বাগ্‌যন্ত্র হল মানুষের গলনালি, দাঁত, মুখবিবর, কণ্ঠ, জিহ্বা, তালু, নাক ইত্যাদির সহযোগ।

- বাগযন্ত্রের মাধ্যমে উচ্চারিত যে কোনো ধ্বনিই ভাষা নয়।
- ধ্বনির অর্থ ও ধারাবাহিকতা না থাকলে আমরা সেটিকে ভাষা বলতে পারি না। আর এ কারণেই পশু-পাখির দ্বারা সৃষ্ট আওয়াজ ভাষা নয়।
- সুতরাং মানুষের বাগযন্ত্রের দ্বারা সৃষ্ট অর্থবোধক ধ্বনির সংকেতের সাহায্যে মানুষের ভাব প্রকাশের মাধ্যমই হলো ভাষা।
- বাগযন্ত্র দ্বারা সৃষ্ট ধ্বনির প্রতীক আবিষ্কারের মাধ্যমে কণ্ঠনিঃসৃত ধ্বনির লিখিত রূপ পাওয়া সম্ভব হয়েছে।
- স্থান, কাল, সমাজভেদে ভাষার রূপভেদ হয়। তাই পৃথিবীর বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভাষা বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে।

- ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন:
  মনের ভাব-প্রকাশের জন্য, বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনি দ্বারা নিষ্পন্ন, কোনো বিশেষ জনসমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত, তথা বাক্যে প্রযুক্ত, শব্দসমষ্টিকে ভাষা বলে।
- ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মতে:
  মনুষ্য জাতি যেসব ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টির সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করে তাকে ভাষা বলা হয়ে থাকে।
- ড. মুহম্মদ এনমুল হক এর বলেছেন:
  মানুষ বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে সমাজভুক্ত জনগণের বোধগম্য যে সমস্ত ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টি উচ্চারণ করে সে সমস্ত ধ্বনি বা ধ্বনিসমষ্টিকে ভাষা বলে।
- ড. সুকুমার সেনের মতে:
  মানুষের উচ্চারিত, অর্থবহ বহুজনবোধ্য ধ্বনিসমষ্টিই ভাষা।
- ড. মুহম্মদ আব্দুল হাই এর মতে:
  এক এক সমাজের সকল মানুষের উচ্চারিত অর্থবোধক ধ্বনিসমষ্টিই ভাষা।

ভাষাবিজ্ঞান

- **ভাষাবিজ্ঞান** বলতে একটি সংশ্রয় (system) হিসেবে ভাষার প্রকৃতি, গঠন, ঔপাদানিক একক ও এর যেকোনো ধরনের পরিবর্তন নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে বোঝায়। যারা এ বিষয়ে গবেষণা করেন তাদেরকে ভাষাবিজ্ঞানী বলা হয়।
- ভাষাবিজ্ঞানীরা নৈর্ব্যক্তিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভাষাকে বিশ্লেষণ ও বর্ণনা করেন; ভাষার সঠিক ব্যবহারের কঠোর বিধিবিধান প্রণয়ন তাদের উদ্দেশ্য নয়।
- তারা বিভিন্ন ভাষার মধ্যে তুলনা করে এদের সাধারণ উপাদান এবং অন্তর্নিহিত সূত্রগুলি নিরূপণের চেষ্টা করেন এবং এগুলিকে এমন একটি তাত্ত্বিক কাঠামোয় দাঁড় করাতে চেষ্টা করেন যে-কাঠামো সমস্ত ভাষার পরিচয় দিতে সক্ষম এবং ভাষাতে কোন ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা নেই, সে ব্যাপারেও ভবিষ্যদ্বাণী করতে সক্ষম।

- ভাষাসমূহের বৈজ্ঞানিক বিবরণ ছাড়াও এগুলির উৎপত্তি কীভাবে হয়, শিশুরা কীভাবে ভাষা অর্জন করে এবং প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরা কীভাবে মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য নতুন ভাষা শেখে, সেগুলিও ভাষাবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়।
- আবার ভাষাসমূহের নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক এবং সময়ের সাথে সাথে এগুলির পরিবর্তন নিয়েও এই শাস্ত্রে অধ্যয়ন করা হয়।
- কোনও কোনও ভাষাবিজ্ঞানী ভাষাকে একটি মানসিক প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করেন এবং ভাষা উৎপাদন ও উপলব্ধি করার যে বিশ্বজনীন মানবিক ক্ষমতা, সেটির একটি তত্ত্ব দাঁড় করাতে চেষ্টা করেন।
- আবার অন্যান্য কিছু ভাষাবিজ্ঞানী সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে ভাষাকে দেখেন এবং মানুষের কথা বলার ভঙ্গি পর্যবেক্ষণ করে বোঝার চেষ্টা করেন মানুষ কীভাবে পরিবেশ ভেদে কর্মস্থলে, বন্ধুদের সাথে বা পরিবারের সদস্যদের সাথে যথাযথভাবে একই ভাষার বিভিন্ন রূপ প্রয়োগ করে।
- আবার কিছু ভাষাবিজ্ঞানী ভিন্ন ভিন্ন ভাষার মানুষ একসাথে হলে কী ঘটে, তা নিয় গবেষণা করেন। এছাড়া ভাষা শিক্ষণ ও শিখনের ব্যাপারেও তারা তত্ত্ব দিতে পারেন।

ভাষাবিজ্ঞানের বিভাগ

1. ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology): ভাষাবিজ্ঞানের যে অংশে ধ্বনি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়, তাকে ধ্বনিতত্ত্ব বলে। যে কোনো সাউন্ড নয়, বাগধ্বনিই হল ধ্বনিতত্ত্বের মূল আলোচ্য বিষয়। এর সঙ্গে জড়িত আছে 'ধ্বনিবিজ্ঞান' (Phonetics) ও ধ্বনিবিচার।
2. রূপতত্ত্ব (Morphology): শব্দ-গঠনের মূল রূপ (একাধিক স্বনিমের সম্মিলনে গঠিত অর্থপূর্ণ ক্ষুদ্রতম একক) হল রূপিম। এই মূল রূপগুলি দিয়ে কীভাবে শব্দ গঠিত হয়, শব্দ ও ধাতুর সঙ্গে কী কী শব্দবিভক্তি, ক্রিয়াবিভক্তি ও প্রত্যয় যোগ হয়, এর ফলে ক্রিয়ারূপ কীরকম হয় ইত্যাদি আলোচিত হয় যে বিভাগে, তাকেই রূপতত্ত্ব বলে।
3. বাক্যতত্ত্ব (Syntax): বাক্যগঠনের রূপ ও কাঠামো নিয়ে যেখানে আলোচনা হয়, তাকেই বাক্যতত্ত্ব বলে।

- শব্দার্থ তত্ত্ব (Semantics) শব্দের অর্থ-পরিবর্তন আলোচিত হয়। এছাড়া রয়েছে অভিধান-বিজ্ঞান, লিপিবিজ্ঞান, শৈলীবিজ্ঞান ইত্যাদি।

ধ্বনি ও ধ্বনিতত্ত্ব

- ধ্বনি ও বর্ণ
- ধ্বনির শ্রেনণিবিভাগ — স্বর ও ব্যঞ্জন।
- স্বরধ্বনি : ই, এ, অ্যা, আ, উ, ও, অ
- ব্যঞ্জনধ্বনি: ক, চ, ট, ত, প — পাঁচটি বর্গ

বাংলা ব্যঞ্জন ধ্বনির বর্গবিভাজন

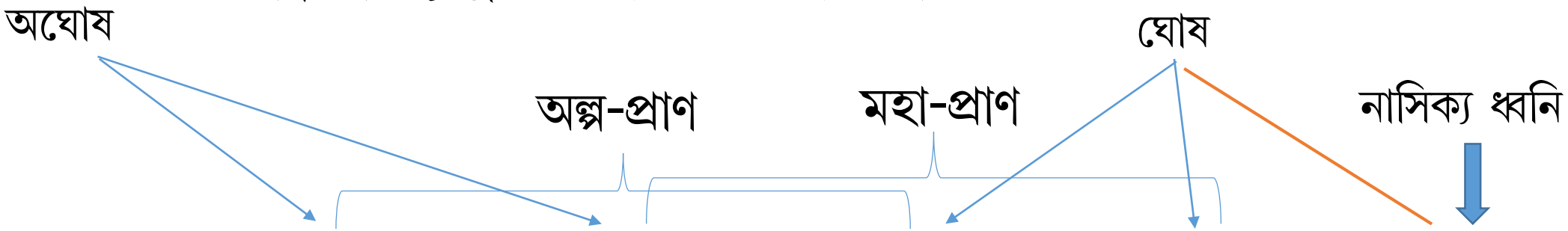

কণ্ঠ বর্গ	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
তালব্য	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
মূর্ধন্য	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
দন্ত	ত	থ	দ	ধ	ন
ওষ্ঠ	প	ফ	ব	ভ	ম

য, র, ল, ব(ৱ), শ, ষ, স, হ, য়